রোমন্থন

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

আমি এক নারী। আমি শ্বাশুড়ী, দাদী, নানী। তেমনি কারো বোন, মেয়ে, কত আত্মীয় স্বজনের আপনজন, প্রিয়পাত্রী। সব মিলিয়ে একট ভরাদীঘি আমি। পূর্ণতায় থৈ, থৈ। সুখ সর্বাঙ্গ জুড়ে। আনন্দ অন্তর চুঁয়ে ছুঁয়ে পড়ে। সেই পূর্ণশ্রী আমি হারিয়ে গেলাম কালের নিষ্ঠুর প্রবাহে। পূর্ণতায় ভরা-দীঘি শুকিয়ে গেল এক পলকে। মুখরা আমিনির্বাক হলাম। স্তব্ধ হলাম। শোকে পাথর হলাম। ব্যথিত অন্তর ছিঁড়ে বেরোয় অসংখ্য দীর্ঘশ্বাস, নীরব ফরিয়াদ।

"হারাধনের দশটি ছানা" ছড়াটি বার বার মনে পড়ে যায়। দুচোখে তখন কান্নার বন্যা নামে। সেই ছড়াটির মতো আমার নাড়ি ছেঁড়া ধনেরা একে একে হারিয়ে গেল। কোনদিন কি ওরা আমার বুকে ফিরে আসবে? আমায় মা ডাকবে? আব্দার আহলাদে ব্যতিব্যস্ত করবে কবে? কচি কচি নাতি-নাতনীদের ছোট্ট ছোট্ট বায়না, আব্দারে দাদু-দাদু করে আমার শুকনো অন্তর ভিজিয়েদেবে। সব থেকেও আজ আমাকে শূন্যতার প্রতীক হতে হলো।

হ্যাঁ, ২৫শে মার্চের অন্ধকার রাতে একটি ঝড়ো হাওয়া উঠলো নরম কোমল বাংলার বুক জুড়ে। সে মাতাল ঝুড়ে দূরে ছড়িয়ে গেল আমার নাঁড়ি-ছেড়া ধনেরা। বড় ছেলে প্রবীণ অধ্যাপক। সর্বনাশা ঝড়ের প্রথম দাপটেই হানাদারের গুলিতে প্রাণ হারারো। সোনার প্রতিমা বৌ-মা লাঞ্ছিতা। অবুজ তিনটি চেলে মেয়ে হাত ধরে এল আমার কাছে। কান্না ভুলে ওদের বুকে তুলে নিলাম। খাঁ খাঁ শুণ্য বুকটার কিছুটা সান্তনা ওরা। মেজ মেয়ে-জামাই ইসলামাবাদে তোপের মুখে আছে। ডাক বন্ধ। নিয়মিত সঠিক খবর পাওয়া অসম্ভব। লোক মারফত কিছুদিন খবর আদান প্রদান হত। পেনে যাত্রী চলাচল বন্ধ হয়ে সে পথও বন্ধ হয়ে যায়। দুশ্চিন্তায় মুষড়ে পড়ি। "ওখানে বিদেশী আছে বলে সান্ত্বনা দেয়। কাজেই ভয় কম।" এই প্রবোধে মা'র মন ভরে না। আল্লাহর উপর সঁপেও স্বস্তি পাচ্ছি কই? শুধু ভাবনা আর ভাবনা। ভয় আর ভয়। দুচোখ ভরা অন্ধকার।

এক মেয়ে হোষ্টেলে থেকে পড়তো ঢাকায়। তার কোন খোঁজ ছিল না এই কয় মাস। কান্না-ভেজা চোখমুছে ফাতেহা পড়েছি। ওর আত্মার শান্তি কামনা করছি। দীর্ঘ ছয়মাস পর সেই মেয়ে পাঞ্জাবীর অনাচারের ফলে পেটে নিয়ে এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। চোখ বুজে ওর উপস্থিতিকে ভুলতে চাইছি। ওর মৃত্যু কামনা করেছি। ঠিক তখন নিরুপায়, অসহায় মেয়েটি লুটিয়ে পড়লো পায়ে। "মা, গো। আমার কোন দোষ নেই। সেই ভয়ঙ্কর রাতে ওরা আমাদের ক্যান্টনমেন্ট-এ নিয়ে যায়। মরার সংকল্পে অটল ছিলাম। ছাড়া পেয়ে মরতে গিয়েও মরতে

পারিনি। তোমাকে এক নজর দেখতে ছুটে এসেছি। ভোর হবার আগেই চলে যাবো। শুধু কয়েক ঘন্টা তোমার কাছে কাটাতে দাও, মা!" হতভাগী মা ও মেয়ের কান্না এক ধারায় মিশে যায়। রাতের গভীর নীরবতায়।

কার কথা আগে আর কার কথাই বার পরে বলি। কার ভাগ্য বাম হল কখন বলা মুষ্কিল। ঘটনাগুলোর জন্ম হয় একই মুহূর্তে কয়েকটা ক্ষণের ব্যবধান মাত্র। কেই কালো বিভীষিকার রাত তেকেশেষ বর্ষের ডাক্তারী পড়া ছেলেটি নিখোঁজ। আমার অনেকআশার প্রদীপ। বড় ডাক্তার হবে। অনেক নাম হবে। যশ হবে। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে। সেই ছেলে হারিয়ে গেল পূর্ণতার শেষ ধাপে পৌঁছার আগে। আমার অনেক আশার প্রদীপটি নিভে গেল। আলোর বদলে চারদিকে অন্ধকার ছেয়ে গেল। আর কত দেখতে হবে? আর কত শুনতে হবে, হে খোদা।

আই এ পড়া মেয়ে ও মেট্রিকে পড়া ছোট ছেলেটি ঘুরে দাঁড়ালো। একমাত্র অবলম্বন। ভাঙ্গা বুকের স্বান্ত্মনা যে ছেলে মেয় তারাও এ রাতে পালালো। এক একটা ঘটনা ঘটছে না যেন নিষ্ঠুর কেউ আমার বুকের হাঁড়গুলো ভীষণ নির্দয়ভাবে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। এতো দু:খেও প্রাণে বেঁচে আছি। শূন্যে দৃষ্টি মেলে খুঁজেছি আমার হারানো মানিকদের। দোয়া করছি। আর এক এক করে ছেড়ে দিচ্ছি করুণাময়ের দরবারে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বা অভ্যাসের চক্রে চলছে নওয়া খাওয়া শোয়া। কিন্তু দৃপ্তি নেই কিছুতে। শোক শোক বিশ্রী অনুভূতিটা প্রবল হয়। তৃপ্তিহীন, স্বস্তি-হারা দুঃসহ দিনগুলো কেটে যায় আপন গতিতে ও নিয়মে।

এক শোকাতুর দুপুরে ছোট্ট করে রেডিও শুনছিলাম। একটা কণ্ঠ শোনা চমকে উঠি। যে আমার ছোট্ট মেয়ে রুনীর কণ্ঠ। আবেগ দিয়ে দরদ ঢেলে গাইছে বিপস্নবী গান। গান শেষের ঘোষণা নিশ্চিত করলেও সামনে প্রখর হয়ে উঠে আর এক অনিশ্চয়তার খাদ। কিন্তু এখন থেকে আর এক অসহ্য নাটকে নামতে হবে। পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় বন্ধুজনের কাছে চেয়ে যেতে হবে এই মেয়ের কথা। অবাক হলে বলতে হবে, "কোন রুণী? ও আমাদের রুণী নয়।"

এক শ্বাসরোধ করা গভীর নিশুতি রাতে ছোট ছেলে এসে হাজীর। অনেক কান্না, আদর সোহাগের মধ্যে অনেকের খবর দিল। ওরা সব ক'টা ভাই বোন ওপারে ভাল আছে। ওপারে বাংলাদেশ মিশনে কর্মরত সবাই। চিন্তা করতে বারণ করে দোয়া করতে বলেছে ওরা। ভারতের কথা, শরণার্থী শিবিরের কথা, সংগঠনের কথা বলতে এক সময় খোকন ঘড়ি দেখলো। চঞ্চল হলো। "এবার আমায় যেতে হবে মা।" সেকি রে? তোকে আর যেতে দেবোনা"- মা'র অন্যায় আব্দার। "আর আর তা হয় না মা। তোমার খোকনকে তো আর বুকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না। জালিমদের নজরে পড়লেই শেষ। তোমার সামনেই হত্যা করবে। তার চেয়ে .....।"

"সেতো করছি। করবো। কিন্তু ?"
"কোন কিন্তু নেই মা? বাংলার পথে প্রান্তরে অসংখ্য মা খাবার থালা সাজিয়ে বসে আছে। কেউ আমাদের পর নয়। তোমাদের সোহাগ শুভাশীষ মাথায় নিয়ে এগিয়ে চলেছি। শীঘ্রই সাফল্যের মালা বুকে ফিরে আসবো। চলি মা, দোয়া করো।" বলে হন হন করে বেরিয়ে গেল খোকন। রাতের অন্ধকারে মিশে গেল আমার আদরের ভীরু খোকন। বাংলার এক নির্ভিক গেরিলা কমান্ডার খোকন।

আশায় বুক বেঁধে প্রতীক্ষা করছি সেই সোনালী দিনটির। অনেক আশার প্রদীপ ডাক্তার ছেলে সৈনিক ডাক্তার হয়ে ফিরে আসবে। ভীরু খোকন নির্ভীক দুরদান্ত গেরিলা কমান্ডার। মেয়ে রুনী মুক্তি সংগ্রামীদের প্রেরণা দিচ্ছে আর মধু কণ্ঠ দিয়ে। বুক ভাসানো অশ্রু দিয়ে আমি মালা গাঁথছি বিজয়ীর জন্য।

আর কান্না নয়, আক্ষেপ নয়, শুধু প্রতীক্ষা উজ্জ্বল আশার সূর্য উদয়ের জন্য। সংগ্রামে আমি শরীক হইনি। শরীক হয়েছে আমার নাড়ি ছেঁড়া ধনেরা। আত্মোৎসর্গ করেছে আমার আত্মজরা। আমার আত্মা মিশে আছে ওদের আত্মায়, ভাবনার ধ্যান-ধারনায়। এক স্ফূলিঙ্গের মত জ্বালাময় কণা ওরা। ভয়ঙ্কর দূর্বারের জন্মদাত্রী আমি। আজ শুধু একটি ভরা দীঘি নই। আজ আমি পূর্ণতার উত্তাল সমুদ্দর। আমার সন্তানরা একটি উম্মত্ত ঢেউ। ধুয়ে মুছে দেবে বাংলার সকল কলঙ্ক। মোচন করবে সকল কালো দাগ। সূর্য শক্তিতে ছিনিয়ে আনবে স্বাধীনতার পবিত্র সূর্যকে।

শামসুন্নাহার পরান, চেয়ারম্যান, ঘাসফুল (এন.জি.ও), পশ্চিম মাদারবাড়ী, চাটগাঁ

লেখিকা পরিচিতিঃ

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ আধুনিক বাংলাদেশের নারীসমাজে একজন বেগম রোকেয়া। তার জন্ম রংপুরের পায়রাবন্দে নয়, তিনি কুমিলাতে জন্মগ্রহণ করলেও জীবনের প্রায় সর্বাংশ অতিবাহিত করেছেন চট্টগ্রামের খেটে খাওয়া জনতার সংস্পর্শে। সমাজে উপেক্ষিত ও নিগ্রীহিত জনতার পাশে দাঁড়াতে তিনি 'ঘাসফুল' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'পরান-আপা' নামে তাঁকে চট্টগ্রামের সুশীল সমাজের সকলেই চেনেন। তিনি আমাদের কর্ণফুলী'র একজন নিয়মিত পাঠক এবং শুভাকাঙ্খী। তিনি কর্ণফুলী'র জন্যে নিয়মিত লিখবেন, সে প্রতিশ্রুতিতে তাবৎ বিশ্বে আমাদের পাঠকদের জন্যে চট্ জলদি পাঠিয়ে দিলেন জীবনভিত্তিক এক গুচ্ছ ছোট গল্প। আমরা এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে তাঁর অপ্রকাশিত এ গল্পগুলো ছাপবো। পড়ে সুধী পাঠকদের কেমন লাগলো জানালে আমাদের ভালো লাগবে।